ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে আইনের শাসনের বিকল্প নেই: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অর্থের অভাবে কোনো নাগরিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে—এমন পরিস্থিতি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য নয়। আইনের সুরক্ষা সবার জন্য সমানভাবে নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি জানান, রাজনৈতিক কারণে কারাবন্দি থাকার সময় এমন অনেক মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, যারা শুধুমাত্র আর্থিক অক্ষমতার কারণে বছরের পর বছর বিচার না পেয়ে কারাগারে ছিলেন। এ ধরনের বাস্তবতা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের সঙ্গে অসঙ্গত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্র ও সমাজের স্থিতি ও উন্নতির ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার। মানুষ সবসময় বৈষম্যহীন পরিবেশে সমান অধিকার ও মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে চায়। সমতা, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক আস্থা—এই মূল্যবোধগুলো ছাড়া ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ন্যায়বিচার কেবল আদালতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি মানবিক ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্রীয় শক্তি। তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ন্যায়বিচারের ভিত্তি শক্তিশালী করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মানুষের আইনি সহায়তা সহজলভ্য করতে লিগ্যাল এইড কার্যক্রম চালু করেন।

অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার এবং আইনগত সহায়তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মনজুরুল হাসানসহ সংশ্লিষ্টরা বক্তব্য দেন।